দৈনিক ইনকিলাব ... 147

MAY 1987

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ...6... কলাম...1... ...

২৮ (বৈশাখ) ১৩৯৪

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

গত ১৯ বৈশাখ 'দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষা ও বিজ্ঞান' কলামে অধ্যাপক এম, আকবর হেলালের 'আদর্শ শিক্ষার মডেল তেজগাঁও কলেজ' প্রতিবেদনটি পড়ে আমরা চমৎকৃত হয়েছি। এমন একটি আদর্শ কলেজ সম্পর্কে যে সব সুন্দর তথ্য ও জোরালো বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তাতে সচেতন পাঠক ও সতর্ক অভিভাবক দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বলে মনে হয় না।

তেজগাঁও কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজের জন্য যথার্থই একজন অনন্যসাধারণ আদর্শ (মডেল)। 'আড়াই হাজার ছাত্রীসহ প্রায় ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যে বেসরকারী কলেজ সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা নেই, কোন প্রকারের বিশৃংখলা নেই,

কলেজের দেয়ালে পোস্টার নেই—সুন্দর, স্বচ্ছ পরিবেশ'—এমনটি কি বর্তমান বাংলাদেশের কোথাও কল্পনা করা যায়? অথচ তেজগাঁও কলেজটিকে এমনি এক অনিন্দ সুন্দর পরিবেশ দান করেছেন অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী। বর্তমান মারাত্মক ও ভয়াবহ শিক্ষার পরিবেশে জনাব চৌধুরী যা করেছেন, করে যাচ্ছেন, তার জন্যে সত্যিই তিনি সকল মহলের সাম্প্রতিককালের আলোচিত আদর্শ ব্যক্তিত্ব বটেন।

এ প্রসংগে একটি কথা না বলে পারছি না। কিছুদিন আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সাক্ষাতকারে দেখলাম তেজগাঁও কলেজটিকে সরকারীকরণের জন্যে অধ্যক্ষ চৌধুরী সুপারিশ করেছেন। অধ্যক্ষ জনাব চৌধুরীর কাছে বিনীত অনুরোধ, দয়া করে এ কাজটি করবেন না। সরকারী হলেই বিলকুল উলোট-পালট হয়ে যাবে কলেজের। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, বহু নামকরা বেসরকারী কলেজ যেমন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ অতীতে বিভিন্ন পরীক্ষায় যে রকম অতি সন্তোষজনক ফলাফল করতো সরকারী হওয়ার পর তার একাংশও করতে পারছে না। তা ছাড়াও পঁচিশ কোটি টাকার সম্পদ নিয়ে যে কলেজটি রাজধানীর ইন্দিরা রোডে ৫ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানে একটি উন্নত আদর্শ শিক্ষার মডেল কলেজ বলে পরিচালিত হচ্ছে, সেই কলেজটিকে সরকারীকরণের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা মনে করি না। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই তেজগাঁও কলেজ আমাদের আদর্শ শিক্ষার মডেল হয়ে বেঁচে থাকুক—আরো বেঁচে থাকুক বেসরকারী কলেজের আদর্শ, অধ্যক্ষ জনাব তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী। আমীন।

—মিন্নাত আলী

(২)

আপনার 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় গত ২৬ এপ্রিল তারিখের 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান'-এর পাতায় ডক্টর এস এম লুৎফর রহমান-এর "তেজস্ক্রিয় গুঁড়ো দুধ: প্রাণ হননের নতুন হাতিয়ার।" প্রবন্ধটির এক স্থানে তেজস্ক্রিয় পদার্থের 'অফ লাইফ' বা 'অর্ধজীবন' উদাহরণসহ সহজভাবে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "আয়োডিন-১৩১-এর 'হাফলাইফ' বা 'অর্ধজীবন' মাত্র ৮ দিন। তাহলে ১৬ দিন অতিক্রান্ত হলেই সবটুকু আয়োডিন-১৩১ তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে অন্য পদার্থে পরিণত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

বাস্তবে আয়োডিন-১৩১-এর একটি পরমাণু তেজ বিকিরণ করতে করতে অর্ধেকে পরিণত হয় ৮ দিনে, পরবর্তী ৮ দিনে বাকী অংশের অর্ধেক ক্ষয় হয় মাত্র; তার পরবর্তী ৮ দিনে ক্ষয় হয় অবশিষ্ট অংশের অর্ধভাগ মাত্র। এইভাবে সমস্ত পরমাণুটির ক্ষয় পেতে সময় লাগে ২৮ দিন। অতএব, ৮ দিন অর্ধজীবন বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হতে যদি......" ইত্যাদি। মনে হয় সতর্কতার অভাবে লেখক যেভাবে বলেছেন কথাগুলো, তাতে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ঘটার অবকাশ আছে। যেমন লেখকের কথায় তাহলে যে ধারণাটি জন্মে তাহলো, আয়োডিন-১৩১-এর একটি পরমাণু ৮ দিনে অর্ধেক পরমাণুতে পরিণত হয়—পরবর্তী ৮ দিনের বাকী অংশের অর্ধেক অর্থাৎ সিকি পরমাণুতে পরিণত হয় এবং এমনিভাবে ২৮ দিনে গোটা পরমাণুটি ক্ষয় হয়ে যায়—অর্থাৎ পরমাণুটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু ব্যাপারটি কি সত্যি বা বাস্তবে তাই? বিজ্ঞানে অর্ধ অ্যাটম, সিকি অ্যাটম, অষ্টমাংশ অ্যাটম......এমন কোনো কথা আছে কি? বা এমনিভাবে কোনো অ্যাটমের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া? এ সম্পর্কে আমার যা ধারণা লেখকের উদাহরণ ধরেই বলা যাক। ধরা যাক ১ গ্রাম তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-১৩১ রয়েছে। এখন এর অর্ধজীবন যদি ৮ দিন হয় তবে ঐ ১ গ্রাম আয়োডিন-১৩১-এর মধ্যে যতগুলো পরমাণু তার অর্ধেক পরমাণু তাদের তেজস্ক্রিয়তা হারাবে। অর্থাৎ এখন মাত্র আধগ্রাম আয়োডিন-১৩১-এরই মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা থাকবে বা পূর্বে ১ গ্রামের মধ্যে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা ছিল ৮ দিন পর সেই তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ হয়ে দাঁড়াবে আগের চেয়ে অর্ধেক। আদতে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণটাই অর্ধেক হয়। পরমাণু ভেঙ্গে বা ক্ষয়ে গিয়ে অর্ধেক হয় না এবং "এভাবে সমস্ত পরমাণুটি ক্ষয় পেতে সময় লাগে ২৮ দিন" কথাগুলো তাই বিভ্রান্তিমূলক!

এ প্রবন্ধটি পাঠ করতে গিয়ে তাই আমার এবং অন্য কারো কারো মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সেটি দূর করার জন্য লেখক যদি অনুগ্রহ করে সঠিক তথ্যটি বা তার বক্তব্য পেশ করেন তবে অত্যন্ত উপকৃত ও খুশি হব।

—আবদুল হক খন্দকার।